সিদ্দিকে আকবর رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ এর ইশ্কে রাসূল

সাপ্তাহিক সুন্নাতে ভরা ইজতিমার সুন্নাতে ভরা বয়ান

সিদ্দিকে আকবর-এর ইশ্কে রাসূল

সাপ্তাহিক সুন্নাতে ভরা ইজতিমার সুন্নাতে ভরা বয়ান

www.dawateislami.net

اَلۡحَمۡدُ لِلّٰہِ رَبِّ الۡعٰلَمِیۡنَ وَالصَّلٰوۃُ وَالسَّلَامُ عَلٰی سَیِّدِ الۡمُرۡسَلِیۡنَ

اَمَّا بَعۡدُ فَاَعُوۡذُ بِاللّٰہِ مِنَ الشَّیۡطٰنِ الرَّجِیۡمِ ؕ بِسۡمِ اللّٰہِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِیۡمِ ؕ

اَلصَّلٰوۃُ وَالسَّلَامُ عَلَیۡکَ یَا رَسُوۡلَ اللّٰہ   وَعَلٰی اٰلِکَ وَاَصۡحٰبِکَ یَا حَبِیۡبَ اللّٰہ

اَلصَّلٰوۃُ وَالسَّلَامُ عَلَیۡکَ یَا نَبِیَّ اللّٰہ   وَعَلٰی اٰلِکَ وَاَصۡحٰبِکَ یَا نُوۡرَ اللّٰہ

نَوَیۡتُ سُنَّتَ الۡاِعۡتِکَاف

(অর্থাৎ আমি সুন্নাত ইতিকাফের নিয়্যত করলাম।)

দরূদ শরীফের ফযীলত

হযরত সায়্যিদুনা আবু হুরায়রা رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنۡہُ বলেন; **সমস্ত নবীদের সরদার, হুযুরে আনওয়ার, নবী করিম** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন:

"مَنۡ قَرَاَ الۡقُرۡاٰنَ وَحَمِدَ الرَّبَّ وَصَلّٰی عَلَی النَّبِیِّ (صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَسَلَّمَ) وَیَسۡتَغۡفِرُ رَبَّہٗ فَقَدۡ طَلَبَ الۡخَیۡرَ مَکَانَہٗ"

অর্থাৎ- যে (ব্যক্তি) কুরআন শরীফ তিলাওয়াত করলো, **আল্লাহ্ তাআলা**র প্রশাংসা করলো, **নবী করিম** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর উপর দরূদ শরীফ পড়লো এবং **আল্লাহ্**র নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করলো, তবে সে মঙ্গলকে সেটার জায়গা থেকে তালাশ করে নিলো।" **(শুয়াবুল ঈমান, ২য় খন্ড, ৩৭৩ পৃষ্ঠা, হাদীস নং ২০৮৪)**

আমীরুল মু'মিনীন হযরত সায়্যিদুনা আবু বকর সিদ্দিক رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنۡہُ বলেন: **নবী করিম** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর উপর দরূদ পাঠ করা গুনাহ সমূহকে এত দ্রুত মিটিয়ে দেয়, পানিও আগুনকে তত দ্রুত নিভাতে পারে না। আর **নবী করিম** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর উপর সালাম প্রেরণ করা গোলামদেরকে আযাদ করার চেয়েও উত্তম। আর **নবী করিম** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর প্রতি মুহাব্বত রাখা গোলামদেরকে আযাদ করা থেকেও বেশি উত্তম। **(কানযুল উম্মাল, কিতাবুল আযকার, ১ম খন্ড, ১১৭ পৃষ্ঠা, হাদীস নং ৩৯৭৯)**

দুখেঁ নে জু তুম কো ঘেরা হে তো দুরূদ পড়ো, জো হাযিরি কি তামান্না হে তো দুরূদ পড়ো।

صَلُّوۡا عَلَی الۡحَبِیۡب !   صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلٰی مُحَمَّد

বয়ান শুনার নিয়্যত সমূহ

❁ দৃষ্টিকে নত রেখে খুব মনোযোগ সহকারে বয়ান শুনব। ❁ হেলান দিয়ে বসার পরিবর্তে ইলমে দ্বীনের সম্মানার্থে যতক্ষণ সম্ভব দু'জানু হয়ে বসব। ❁ প্রয়োজনে সামনে এগিয়ে অন্যদের জন্য জায়গা প্রশস্ত করে দিব। ❁ ধাক্কা ইত্যাদি লাগলে ধৈর্য ধারণ করব, অমনোযোগী হওয়া, ধমক দেয়া এবং বিশৃংখলা থেকে বেঁচে থাকব। ❁ صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب!, اُذْكُرُ الله, تُوْبُوْا اِلَى الله ইত্যাদি শুনে সাওয়াব অর্জন এবং আওয়াজ প্রদানকারীর মনতুষ্টির জন্য উচ্চস্বরে জবাব দিব। ❁ বয়ানের পর নিজে আগে এসে সালাম ও মুসাফাহা এবং ইনফিরাদী কৌশিশ করব।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

বয়ান করার নিয়্যত সমূহ

❁ হামদ ও সালাত এবং মাদানী পরিবেশে পড়ানো হয় এমন দরূদ ও সালাম পড়াব। ❁ দরূদ শরীফের ফযীলত বলে صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! বলব, তখন নিজেও দরূদ শরীফ পা করব এবং অন্যান্যদেরকেও পড়াব। ❁ সুন্নী আলিমের কিতাব থেকে পা করে বয়ান করব। ❁ ১৪ পারার সূরা নাহল ১২৫ নং আয়াত: اُدْعُ اِلٰى سَبِيْلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَ الْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ (**কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ:** আপন প্রতিপালকের পথের দিকে আহ্বান করো পরিপক্ক কলাকৌশল ও সদুপদেশ দ্বারা) এবং বুখারী শরীফের (৪৩৬১নং হাদীসে) বর্ণিত এই **ফরমানে মুস্তফা** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم: بَلِّغُوْا عَنِّيْ وَلَوْ اٰيَةً "অর্থাৎ- আমার পক্ষ থেকে পৌঁছে দাও যদিও একটি মাত্র আয়াত হয়।" এতে প্রদত্ত আহকামের অনুসরণ করব। ❁ সৎকাজের নির্দেশ দিব এবং অসৎকাজ থেকে নিষেধ করব। ❁ কবিতা পা করতে এমনকি আরবী, ইংরেজী এবং কঠিন শব্দাবলী বলার সময় অন্তরের ইখলাছের প্রতি খেয়াল রাখব অর্থাৎ- নিজের জ্ঞানের ভাব প্রকাশ করা উদ্দেশ্য হলে তবে বলা থেকে বেঁচে থাকব। ❁ মাদানী কাফেলা, মাদানী ইন্‌আমাত, এমনকি এলাকায়ী দাওরা বারায়ে নেকীর দাওয়াত ইত্যাদির উৎসাহ প্রদান করব। ❁ অট্টহাসি দেয়া এবং অট্টহাসি হাসানো থেকে বেঁচে থাকব। ❁ দৃষ্টিকে হিফাজত করার জন্য যতটুকু সম্ভব দৃষ্টিকে নত রাখব।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

www.dawateislami.net

সিদ্দিকে আকবরের জন্য আল্লাহ্ তাআলা ও তাঁর রাসূল যথেষ্ট

দা'ওয়াতে ইসলামী কর্তৃক প্রকাশিত প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান মাকতাবাতুল মদীনা কর্তৃক প্রকাশিত ৭১৯ পৃষ্ঠা সম্বলিত কিতাব "ফয়যানে সিদ্দিকে আকবর" নামক কিতাবের ২৬৯ নং পৃষ্ঠায় রয়েছে: **আল্লাহ্ তাআলার প্রিয় হাবীব, নবী করিম, রউফুর রহীম** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم সাহাবায়ে কিরামদেরকে عَلَيْهِمُ الرِّضْوَان ইরশাদ করলেন: "নিজের সম্পদ **আল্লাহ্**র রাস্তায় সদকা করো। এই বাণী পালনার্থে সাহাবায়ে কিরামগণ عَلَيْهِمُ الرِّضْوَان নিজ নিজ সামর্থ অনুযায়ী **আল্লাহ্**র রাস্তায় দান করলো। হযরত সায়্যিদুনা ওসমান رَضِیَ اللهُ تَعَالٰی عَنْهُ দশ হাজার মুজাহিদের সরঞ্জামসহ দান করেন এবং আরো দশ হাজার দিনার খরচ করেন এবং এছাড়া নয়শত (৯০০) উট এবং একশত (১০০) ঘোড়া সরঞ্জামসহ **রাসূলে পাক** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর বাণীতে লব্বাইক বলে পেশ করেন। হযরত সায়্যিদুনা ওমর ফারুকে আযম رَضِیَ اللهُ تَعَالٰی عَنْهُ বলেন: আমার নিকট সম্পদ ছিলো। তখন আমি চিন্তা করলাম সমস্ত কার্যাবলীতে আবু বকর رَضِیَ اللهُ تَعَالٰی عَنْهُ আমার থেকে অগ্রগামী হয়ে থাকেন। এবার আমি বেশি সম্পদ সদকা করে তাঁর থেকে অগ্রগামী হয়ে যাবো। সুতরাং তিনি ঘরে গেলেন এবং ঘরের সমস্ত সম্পদ একত্রিত করেন এবং দুইভাগ করলেন। এক অংশ ঘরের লোকদের জন্য এবং আরেক অংশ নিয়ে **নবী করিম** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর দরবারে পেশ করে দেন। তখন **নবী করিম** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم হযরত সায়্যিদুনা ওমর رَضِیَ اللهُ تَعَالٰی عَنْهُ কে জিজ্ঞাসা করলেন: তুমি ঘরের সদস্যদের জন্য কি রেখে এসেছো? আরয করলেন: ঘরের সদস্যদের জন্য অর্ধেক সম্পদ রেখে এসেছি। ঐ মূহুর্তে আমীরুল মু'মিনীন হযরত সায়্যিদুনা আবু বকর সিদ্দিক رَضِیَ اللهُ تَعَالٰی عَنْهُ নিজের সম্পদ নিয়ে **নবী করিম, রউফুল রহীম** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর দরবারে এভাবে উপস্থিত হলেন যে, তখন তার পরনে একটি সাদা জামা আর ঐ জামায় কাটাযুক্ত গাছের কাটার বোতাম লাগানো ছিলো। **রাসূলে করিম** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم তাঁকে দেখে খুশি হলেন, আর জিজ্ঞাসা করলেন: হে আবু বকর! তুমি ঘরের সদস্যদের জন্য কী রেখে এসেছো?

www.dawateislami.net

অতঃপর **নবী করিম** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এই জিজ্ঞাসাটা ছিলো যেন সত্যিকার আশিক আবু বকর সিদ্দিক رَضِیَ اللهُ تَعَالٰى عَنْهُ এর অন্তরে ভালবাসার জোয়ার উচ্চসিত হয়ে উঠলো, তৎক্ষণাৎ আবু বকর সিদ্দিক رَضِیَ اللهُ تَعَالٰى عَنْهُ বুঝে গেলেন হুযুরের এই জিজ্ঞাসা দ্বারা অন্য কোন কিছু উদ্দেশ্য আছে। কেননা **নবী করিম** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم জানেন যে, আশিকে সাদিক আবু বকর رَضِیَ اللهُ تَعَالٰى عَنْهُ এই পর্যন্ত নিজের জান, মাল, ছেলে, মেয়ে পরিবার সব কিছু কোরবান করে দিয়েছেন। যখন মক্কা শরীফে زَادَهَا اللهُ شَرَفًا وَّ تَعْظِيْمًا **নবী করিম** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم কে দেখা শোনা করার মতো কেউ ছিলো না অধিকাংশ লোক **নবী করিম** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর প্রাণের শত্রু ছিলো। আর কেউ **নবী করিম, রউফুর রহীম** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর কথা বুঝতনা তিনি তো এমন আশিক ছিলেন, যিনি সর্বদা **নবী করিম** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর খেদমতের জন্য সুযোগের অপেক্ষায় থাকতেন, **হুযুর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم কিছু চাইতে সব কিছু লুটিয়ে দিবেন। আর যেন এভাবে আরয করেন:

কিয়া পেশ করে জানা কিয়া চিজ হামারী হে,
ইয়ে দিল ভি তোমারা হে ইয়ে জান ভি তোমারি হে।

তিনি এমন সত্যিকার আশিক ছিলেন যিনি কখনো নিজের সম্পদকে নিজের মনে করেননি এবং যা কিছু তার কাছে ছিলো ঐগুলো তিনি **রাসূল পাক, সাহিবে লাওলাক** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর দান মনে করতেন। তখনই বুঝে গেলেন এর দ্বারা **নবী করিম** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم অন্য কোন কিছু আকাঙ্ক্ষা করছেন। সম্ভবত **নবী করিম, রউফুর রহীম** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এটা বলতে চাচ্ছেন যে, হে আমার আশিক! আমি জানি যে, তুমি আমাকে কতটুকু ভালবাস? আজ তুমি পৃথিবী বাসীকে বলে দাও, ইশ্ক কাকে বলে? তখন আবু বকর رَضِیَ اللهُ تَعَالٰى عَنْهُ মুহাব্বত সহকারে এভাবে আরয করলেন: اَبْقَيْتُ لَهُمُ اللهَ وَرَسُوْلَهٗ অর্থাৎ- আমি আমার ঘরের সমস্ত মাল নিয়ে আপনার দরবারে হাজির হয়েছি। আর ঘরের বাসিন্দাদের জন্য **আল্লাহ্ তাআলা** এবং **তাঁর রাসূলই** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم যথেষ্ট।

www.dawateislami.net

হযরত সায়্যিদুনা ওমর ফারুকে আযম رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ এই দৃশ্য দেখে হতবাক হয়ে গেলেন আর বলতে লাগলেন, আমি কখনো হযরত সায়্যিদুনা আবু বকর সিদ্দিক رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ থেকে অগ্রগামী হতে পারবো না।[১]

সাহাবায়ে কিরাম عَلَیْہِمُ الرِّضْوَان দেখলেন যে, ঐ মূহুর্তে **আল্লাহ্ তাআলার** বিশেষ দূত হযরত সায়্যিদুনা জিব্রাঈল عَلَیْہِ السَّلَام উপস্থিত হলেন এমন পোষাক পরিধান করে, যে পোষাক হযরত সায়্যিদুনা আবু বকর رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ এর পরনে ছিলো। তখন **নবী করিম** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم তাকে জিজ্ঞাসা করলেন: হে জিব্রাঈল! এটা কি পরিধান করেছো? তখন জিব্রাঈল عَلَیْہِ السَّلَام বললেন: **ইয়া রাসূলাল্লাহ্** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم! **আল্লাহ্ তাআলা** আজ সকল ফেরেস্তাকে এই পোশাক পরিধান করার জন্য আদেশ দিয়েছেন। যেমন- পোষাক আপনার সত্যিকার আশিক পরিধান করে আছে এবং সাথে সাথে **আল্লাহ্ তাআলা** হযরত সায়্যিদুনা আবু বকর সিদ্দিক رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ কে সালাম দিয়েছেন এবং **আল্লাহ্ তাআলা** জিজ্ঞাসা করেছেন: তিনি এ অবস্থার উপর আপন প্রতিপালকের উপর সন্তুষ্ট আছেন কিনা? এই মুহাব্বত ভরা সংবাদ শুনে হযরত সায়্যিদুনা আবু বকর رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ ওয়াজদের মধ্যে এসে গেলেন এবং তাঁর ভাবাবেগ সৃষ্টি হয়ে গেলো, আর আরয করলেন: **ইয়া রাসূলাল্লাহ্** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم! আমি কিভাবে আপন প্রতিপালকের প্রতি অসন্তুষ্টি হতে পারি। অতঃপর তিনবার বললেন: আমি আমার প্রতিপালকের প্রতি সন্তুষ্টি আছি, আমি আমার প্রতিপালকের প্রতি সন্তুষ্টি আছি, আমি আমার প্রতিপালকের প্রতি সন্তুষ্টি আছি।[২]

ফরওয়ানে কো ছেরাগ তো বুলবুল কো ফুল বস
সিদ্দিক কে লিয়ে হে খোদা আউর রাসূল বস্

صَلُّوْا عَلَی الْحَبِیْب! صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلٰی مُحَمَّد

---

[১] (তিরমিযী কিতাবুল মানাকিব আন রাসূলিল্লাহ, ৩৮০ পৃষ্ঠা, হাদীস নং ৩৬৯৫)
[২] (তারীখুল খুলাফা আবু বক্কর ছিদ্দিক)

www.dawateislami.net

সত্যিকার আশিক আবু বকর সিদ্দিক رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ এর মতো পোশাক পরিধান করো!

سُبْحٰنَ اللّٰہ عَزَّوَجَلَّ **রাসূলে করিম** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর গুহার সাথী হযরত সায়্যিদুনা সিদ্দিকে আকবর رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ এর বুক **হুযুর করিম** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর ইশ্‌কের খনি ছিলো। **রাসূলে পাক** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর আদেশ পালন করার ক্ষেত্রে তিনি অন্যান্য সাহাবীদের উপর সব সময় অগ্রগামী ছিলেন। নিঃসন্দেহে **নবী করিম** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর সন্তুষ্টি অর্জনই তার জীবনের একমাত্র পাথেয় ছিলো। তাই কিছু না বলে তিনি তার ঘরের সমস্ত সম্পদ **হুযুর** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর কদমে রেখে দিলেন। তার এই কাজটা **আল্লাহ্ তাআলার** এমন পছন্দ হলো যে, **তিনি আপন** নিষ্পাপ ফেরেশতাদেরকে হুকুম দিলেন যে, তোমরা সত্যিকার আশিক আবু বকর رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ এর মতো পোষাক পরিধান করো।

তাবীবে হার মারীজে লাদাওয়া সিদ্দিকে আকবর হে
গরীবো বে কসু কা আসরা সিদ্দিকে আকবর হে।

(ওয়াসায়িলে বখশিশ, ৫৬৫ পৃষ্ঠা)

صَلُّوْا عَلَی الْحَبِیْب! صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلٰی مُحَمَّد

কিতাব “ফয়যানে সিদ্দিকে আকবর” এর পরিচিতি

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! সত্যবাদীতাও বীরত্বের প্রতিচ্ছবি হযরত সায়্যিদুনা আবু বকর সিদ্দিক رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ এর জীবনি এবং ইশ্‌কে মুস্তফা সর্ম্পকে অধিক জানার জন্য **দা’ওয়াতে ইসলামীর** প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান মাকতাবাতুল মদীনা কর্তৃক প্রকাশিত ৭১৯ পৃষ্ঠা বিশিষ্ট **“ফয়যানে সিদ্দিকে আকবর”** অধ্যয়ন করলে অনেক কিছু জানতে পারবেন। ঐ কিতাবের মধ্যে হযরত সায়্যিদুনা সিদ্দিকে আকবর رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ এর জীবনের বিভিন্ন দিক নিয়ে সুন্দর ভাবে আলোচনা করা হয়েছে। যেমন- তাঁর বাল্যকাল, যৌবনকাল ইসলাম গ্রহণের পূর্বাবস্থা এবং ইসলাম গ্রহণের পরের অবস্থা। তার বিভিন্ন গুনাবলী, হিজরত, বিভিন্ন যুদ্ধে অংশগ্রহণ, জীবন উৎসর্গকারী,

www.dawateislami.net

ঈমান তাজাকারী ঘটনাবলী, খলীফা হওয়ার সময়ের ঘটনাবলী এবং পরের ঘটনাবলী ইত্যাদি সুন্দরভাবে বর্ণনা করা হয়েছে। তাই এখন আর দেরি না করে মাকতাবাতুল মদীনার বিভিন্ন শাখা থেকে হাদিয়ে সহকারে ক্রয় করে নিজে পড়ুন এবং অপরকে তা পড়ার জন্য উৎসাহিত করুন। **দা'ওয়াতে ইসলামী**র ওয়েব সাইট **www.dawateislami.net** থেকে এই কিতাব অধ্যয়ন করা যাবে। ডাউন লোড **(Download)** ও করা যাবে এবং প্রিন্ট **(Print Out)** করা যাবে।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! যখন **নবী করিম** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর আশিকদের আলোচনা করা হয় তখন সাধারণ ভাবে সর্ব প্রথম সায়্যিদুনা আবু বকর সিদ্দিক رَضِیَ اللهُ تَعَالٰى عَنْهُ এর ব্যক্তিত্বের ধ্যান আমাদের অন্তরে ও মন মস্তিস্কে চলে আসে। আসুন! আমরা বরকত অর্জন এবং রহমত পাওয়ারর আশায় তাঁর সংক্ষিপ্ত পরিচিতি শুনি:

সায়্যিদুনা সিদ্দিকে আকবর رَضِیَ اللهُ تَعَالٰى عَنْهُ এর সংক্ষিপ্ত পরিচিতি

প্রথম খলিফা আমীরুল মু'মিনীন হযরত সায়্যিদুনা সিদ্দিকে আকবর رَضِیَ اللهُ تَعَالٰى عَنْهُ এর আসল নাম মোবারক "আব্দুল্লাহ্" আর কুনিয়াত হলো, "আবু বকর" আর উপাধী হলো, "সিদ্দিক" ও "আতিক"। সিদ্দিক এর অর্থ হলো, অধিক সত্যবাদী। তিনি জাহেলী যুগে এই উপাধীতে ভূষিত হয়ে ছিলেন। কেননা, তিনি সব সময় সত্য কথা বলতেন, আর আতীক এর অর্থ হলো, মুক্ত। **হুযুর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم তাকে সুসংবাদ দিতে গিয়ে ইরশাদ করলেন: "اَنْتَ عَتِيْقُ اللهِ مِنَ النَّارِ অর্থাৎ- (হে আবু বকর) তুমি **আল্লাহ্** কর্তৃক জাহান্নাম থেকে মুক্তি প্রাপ্ত একজন বান্দা। সেই জন্য এটা হযরত সায়্যিদুনা আবু বকর رَضِیَ اللهُ تَعَالٰى عَنْهُ উপাধী হয়ে গেলো।[১] তিনি কুরাইশী এবং বংশ তালিকায় সপ্তম স্তরে গিয়ে তাঁর বংশ **নবী করিম** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর বংশের সাথে মিলে গেছে।

[১] (তারিখুল খোলাফা, ২২, ২৩ পৃষ্ঠা)

www.dawateislami.net

তিনি হস্তি বাহিনীর যুদ্ধের আড়াই বৎসর পর মক্কায় জন্ম লাভ করেন আমিরুল মু'মিনীন হযরত সায়্যিদুনা আবু বকর সিদ্দিক رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ হলেন এমন সাহাবী, যিনি সর্ব প্রথম **নবী করিম** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم নবুয়্যত এবং রিসালাতকে সত্যায়ন করেছেন। তিনি এতটুকু পরিপূর্নতা অর্জন করেছেন এবং তার মধ্যে এত গুনাবলীর সমাবেশ ঘটে ছিলো যে, নবীদের পরে পূর্ববতী এবং পরবর্তী সকল মানুষের মধ্যে তিনিই শ্রেষ্ঠ ও সর্বোত্তম। স্বাধীন পুরুষদের মধ্যে তিনিই সর্ব প্রথম ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেছেন। সন্ধি ও যুদ্ধের সকল মীমাংশায় সর্বক্ষেত্রে **নবী করিম** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর পরামর্শ দাতা, ওযীর এবং সবক্ষেত্রে **নবী করিম** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর সংস্পর্শে কাটিয়ে জীবন উৎসর্গকারী ওয়াফাদারীর হক আদায় করেছেন। দুই বৎসর তিন মাস খিলাফতের দায়িত্ব পালন করেন এবং ২২ শে জামাদিউল আখির ১৩ হিজরী সোমবার শরীফের দিন অতিবাহিত করে ইন্তেকাল করেন। হযরত সায়্যিদুনা ওমর رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ তাঁর জানাযার নামাযের ইমামতি করেন এবং **নবী করিম, রউফুর রহীম** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর রওজা মোবারকে **হুযুর** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর ডান পাশে দাফন করা হয়েছে।[১]

জু ইয়ারে গারে মাহবুবে খোদা সিদ্দিকে আকবর হে,
ওহী ইয়ারে মাজারে মুস্তফা সিদ্দিকে আকবর হে।

(ওয়াসায়িলে বখশিশ, ৫৬৫ পৃষ্ঠা)

صَلُّوْا عَلَی الْحَبِیْب! صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلٰی مُحَمَّد

কুরআনের মধ্যে সিদ্দিকে আকবরের শানের বর্ণনা!

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! হযরত সায়্যিদুনা সিদ্দিকে আকবর رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ এর পবিত্র গুনাবলী এত বেশি যে এই সংক্ষিপ্ত সময়ে তা বর্ননা করা সম্ভব নয়। তিনি **আল্লাহ্** ভীতি, ইশ্কে মুস্তফা, **আল্লাহ্**র হক এবং বান্দার হক আদায় করার ক্ষেত্রে অতুলনীয় ছিলেন। আত্মীয়তার সম্পর্ক রক্ষা করা, সৎ চরিত্র, দ্বীনের দুশমনদেরকে দমন করা, দ্বীনে ইসলামকে উচুঁ করা তার জীবনের মূল উদ্দেশ্য ছিলো।

[১] (আর রিয়াযুন নাযারা, ১/২৬১। তারিখুল খোলাফা, ২৬-২৭। আশিকে আকবর, ৩ পৃষ্ঠা)

www.dawateislami.net

তিনি তার চরিত্র দ্বারা বর্তমান সময় পর্যন্ত পৃথিবীর মুসলমানদেরকে এটা জানিয়ে দিলেন যে এক উম্মতের **নবী করিম** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর কী ধরণের সম্পর্ক ও মুহাব্বত থাকা প্রয়োজন। তিনি নিজের মনের কামনা বাসনা, সম্পদ, আসবাবপত্র, সন্তান-সন্ততি, আত্মীয়-স্বজন এমন কি প্রাণের চেয়েও **আল্লাহ্ তাআলা** এবং **তাঁর রাসূল** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم কে ভালবাসতেন এবং সেই ভালবাসাকে সব সময় অন্তরের মধ্যে জাগিয়ে রাখতেন। ফল স্বরূপ তাঁর কাজে খুশি হয়ে **নবী করিম, রউফুর রহীম** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم অনেক সময় তাঁর প্রশংসা করেছেন এমন কি কুরআন শরীফের মধ্যে অনেক স্থানে তার শান সম্পর্কিত আয়াত অবতীর্ন হয়। সুতরাং ৩০ পারার সুরা আল লায়ল আয়াত নং ১৯-২১ এর মধ্যে **আল্লাহ্ তাআলা** ইরশাদ করেন:

وَمَا لِاَحَدٍ عِنْدَهٗ مِنْ نِّعْمَةٍ تُجْزٰۤى ﴿۱۹﴾ اِلَّا ابْتِغَآءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْاَعْلٰى ﴿۲۰﴾ وَ لَسَوْفَ يَرْضٰى ﴿۲۱﴾

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ: এবং তাঁর উপর কারও কোন (এমন) অনুগ্রহ নেই যেটার বদলা দিতে হবে। শুধুমাত্র আপন প্রতিপালকের সন্তুষ্টির কামনা যিনি সবচেয়ে মহান এবং নিশ্চয়ই অচিরেই সে সন্তুষ্ট হবে।

সদরুল আফাযীল হযরত আল্লামা মাওলানা মুফতী সায়্যিদ মুহাম্মদ নঈমুদ্দীন মুরাদাবাদী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْه বলেন: যখন হযরত সায়্যিদুনা আবু বকর সিদ্দিক رَضِیَ اللهُ تَعَالٰى عَنْهُ আধিক মুল্যে হযরত সায়্যিদুনা বিলাল رَضِیَ اللهُ تَعَالٰى عَنْهُ কে ক্রয় করে আযাদ করলেন। তখন কাফের হতবাক হয়ে গেল আর বলতে লাগলো: "হযরত সায়্যিদুনা আবু বকর সিদ্দিক رَضِیَ اللهُ تَعَالٰى عَنْهُ এই রকম কেন করলেন? সম্ভবত তাঁর উপর হযরত বিলাল رَضِیَ اللهُ تَعَالٰى عَنْهُ এর কোন অনুগ্রহ রয়েছে। তাই তিনি তাঁকে অধিক মূল্যে ক্রয় করে আযাদ করে দিলেন। এর ফলে এই আয়াতে মোবারকা অবতীর্ণ হয়, আর আয়াতের মধ্যে প্রকাশ্য ভাবে বলে দেয়া হয়েছে যে, হযরত সায়্যিদুনা আবু বকর সিদ্দিক رَضِیَ اللهُ تَعَالٰى عَنْهُ এর এই কাজটা ছিলো শুধুমাত্র **আল্লাহ্ তাআলার** সন্তুষ্টির জন্য। কারো অনুগ্রহের বদলা স্বরূপ করা হয়নি, এবং হযরত বিলাল ও অন্য কারো অনুগ্রহ ছিলো না। হযরত সায়্যিদুনা আবু বকর সিদ্দিক رَضِیَ اللهُ تَعَالٰى عَنْهُ অনেক গেলামকে ইসলাম গ্রহণ করার কারণে ক্রয় করে আযাদ করে দিয়েছেন।[১]

[১] (খাজাইনুল ইরফান, ১১০৮ পৃষ্ঠা আবতারগীর কলীল)

www.dawateislami.net

সবহী আসহাব সে বড় কর মুকার্‌রব যাত হে উন কী
রফীকে সরওয়ারে আরদ ও সামা সিদ্দিকে আকবর হে।

(ওয়াসায়িলে বখশিশ, ৫৩৬ পৃষ্ঠা)

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! এমনিতো সমস্ত সাহাবায়ে কিরাম عَلَيْهِمُ الرِّضْوَان **হুযুর পুরনূর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم কে পরিপূর্ণ ভাবে ভালবাসতেন কিন্তু সায়্যিদুনা আবু বকর رَضِیَ اللهُ تَعَالٰى عَنْهُ এর ইশ্‌কের ধরণ অনন্য ছিলো। তিনি **রাসূল** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর ইশ্‌কের ঐ সমস্ত স্তর সমূহ অতিক্রম করেছেন যে, তার ইশ্‌ক ও মুহাব্বত এবং **রাসূল** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর এমন অনুসরন ছিলো যে এই গুলো তার নিত্যদিনের সঙ্গীর মতে হয়ে গেছে। তার ফযীলত ও শান মান নিয়ে অনেক হাদীস বর্ণিত আছে। আসুন! আমরা তন্মধ্যে থেকে কিছু শুনি: যেমন-

প্রাণ ও সম্পদের মালিক!

নবী করিম, রউফুর রহীম صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এক জায়গায় ইরশাদ করেন: "مَا نَفَعَنِیْ مَالٌ قَطُّ مَا نَفَعَنِیْ مَالُ اَبِیْ بَكْرٍ অর্থাৎ- আমাকে কারো কোন সম্পদ এত উপকার দেয়নি যত উপকার দিয়েছে হয়রত সায়্যিদুনা আবু বকর সিদ্দিক رَضِیَ اللهُ تَعَالٰى عَنْهُ এর সম্পদ। فَبَكٰى اَبُوْ بَكْرٍ وَقَالَ هَلْ اَنَا وَمَالِیْ اِلَّا لَكَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ অর্থাৎ- হযরত সায়্যিদুনা আবু বকর সিদ্দিক رَضِیَ اللهُ تَعَالٰى عَنْهُ কান্না শুরু করে দিলেন এবং আরয করলেন: **ইয়া রাসূলাল্লাহ্** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم! আপনিই তো আমার জান ও আমার সম্পদের মালিক।[১] আর এক জায়গায় **নবী করিম** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم হযরত সায়্যিদুনা আবু বকর সিদ্দিক رَضِیَ اللهُ تَعَالٰى عَنْهُ এর মুহাব্বতে ভরা কুরবানী সমূহের বর্ণনা দিতে গিয়ে বলেন: مَا لِاَحَدٍ عِنْدَنَا يَدٌ اِلَّا وَقَدْ كَافَيْنَاهُ مَا خَلَا اَبَا بَكْرٍ فَاِنَّ عِنْدَنَا يَدًا يُكَافِيْهِ اللّٰهُ بِهَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ অর্থাৎ- আমার উপর যে সকল লোকদেরই কোন অনুগ্রহ ছিলো। আমি তাদেরকে তাদের কাজের প্রতিদান দিয়ে দিয়েছি কিন্তু আবু বকর رَضِیَ اللهُ تَعَالٰى عَنْهُ এ অনুগ্রহের বদলা তো **আল্লাহ্ তাআলা** কিয়ামতের দিন তাঁকে দিবেন।[২]

---

[১] (ইবনে মাজাহ, কিতাবুস সুন্নাহ, ১ম খন্ড, ৭২ পৃষ্ঠা, হাদীস নং- ৯৪)
[২] (তিরমিযী কিতাবুর মানাকিব ৫ম খন্ড, ৩৭৪ পৃষ্ঠা, হাদীস নং- ৩৬৮১)

www.dawateislami.net

উভয় জগতে তিনি নবী করিম صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর সাথী

হযরত ইবনে ওমর رَضِیَ اللهُ تَعَالٰى عَنْهُ থেকে বর্ণিত, **রহমতে আলম, নূরে মুজাস্‌সাম** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم হযরত সায়্যিদুনা আবু বকর সিদ্দিক رَضِیَ اللهُ تَعَالٰى عَنْهُ কে ইরশাদ করলেন: "اَنْتَ صَاحِبِیْ عَلَى الْحَوْضِ وَ صَاحِبِی فِی الْغَارِ অর্থাৎ তুমি হাউজে কাউসার ও গারে ছওরে আমার সাথী।"[১]

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আপনারা দেখলেন তো! হযরত সায়্যিদুনা আবু বকর رَضِیَ اللهُ تَعَالٰى عَنْهُ এর উপর **নবী করিম** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর কিরূপ বিশেষ অনুগ্রহ ও দয়া ছিলো যে, তিনি শুধুমাত্র **নবী করিম** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর সফর ও মুকীম অবস্থায় সঙ্গী ছিলেন না এমন কি তিনি হাউজে কাউসারে ও **নবী করিম, রউফুর রহীম** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর সঙ্গী হিসেবে থাকার সুসংবাদ শুনানো হয়েছে।

জু ইয়ারে গারে মাহবুবে খোদা সিদ্দিকে আকবর হে,
ওহী ইয়ারে মাজারে মুস্তফা সিদ্দিকে আকবর হে।
ওমর সে বিহি ওহ আফজাল হে ওহ ওসমান সে বি আলা হে,
ইয়াকীনান পেশওয়ায়ে মুরতাদা সিদ্দিকে আকবর হে।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

মুহাব্বতের নিদর্শণ সমূহ

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! মুহাব্বতের কিছু নিদর্শণ থাকে যা দ্বারা আশিকের ইশ্‌ক ও মুহাব্বত বুঝা যায় যে গুলো দ্বারা মানুষ বুঝে নেয় যে, এই লোকের ঐ লোকের প্রতি মুহাব্বত রয়েছে উদাহরণ স্বরূপ- মুহাব্বতকারী ব্যক্তি প্রতিটি ক্ষেত্রে তার মাহবুবের অনুসরন করে। সব সময় মাহবুবের যিকির দ্বারা নিজের জিহ্বাকে সিক্ত রাখেন। তার পছন্দ কৃত বিষয়কে আপন করে নেন আর মাহবুবের অপছন্দকৃত বিষয় থেকে দূরে থাকেন ইত্যাদি ইত্যাদি। যখন এই মুহাব্বত বেড়ে যাবে তখন ইশ্‌কের একটা রূপ প্রকাশ পাবে অতঃপর মুহাব্বতের যেভাবে বিভিন্ন নিদর্শণ রয়েছে অনুরূপভাবে ইশ্‌কেরও কিছু নিদর্শণ রয়েছে আমাদের বুযুর্গরা বিভিন্ন স্থানে নিজেদের কিতাব সমূহে আশিকদের বিভিন্ন নিদর্শণ বর্ণনা করেছেন। যেমন-

[১] (তিরমিযী কিতাবুল মানাকিব ৫ম খন্ড, ৩৭৫ পৃষ্ঠা, হাদীস নং- ৩৬৯০)

www.dawateislami.net

মুহাব্বতে রাসূল صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর নিদর্শণ সমূহঃ

ইমাম কুস্তালানী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ **নবী করিম** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর মুহাব্বতের নিদর্শণ সমূহের বর্ণনা করেন তাঁর থেকে সংক্ষিপ্ত কিছু পেশ করা হচ্ছে যারা এগুলো পালন করবে তারাই আশিকে রাসূল হবে اِنْ شَآءَ اللهعَزَّوَجَلَّ।

(১) অনুসরণঃ ইশ্কে রাসূলের সব চেয়ে বড় আলামত হচ্ছে যে, **নবী করিম, রউফুর রহীম** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর আনুগত্য ও অনুসরণ করা। **নবী করিম** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর সুন্নাত পালন করা। **নবী করিম** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর দেখানো পথে চলা, **নবী করিম** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর জীবনী থেকে দিকনিদের্শনা নেয়া এবং তাঁর প্রদত্ত শরীয়াতের সীমার মধ্যে অটল থাকা।

(আল মাওাহেবে লাদুনিয়া ২য় খন্ড, ৪৯১ পৃষ্ঠা)

(২) শরীয়াতের উপর সন্তুষ্টি থাকাঃ হুযুর নবী করীম صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর সাথে মুহাব্বতের নির্দশনের মধ্যে এটা ও একটি তা হলো, যে বা যারা **নবী করিম** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর ইশ্ক ও ভালবাসার দাবি করে তারা শরীয়াতের উপর সন্তুষ্টি থাকবে এমন কি নিজের সত্ত্বার উপর **নবী করিম** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর ফয়সালাকে প্রাধান্য দিবে। (আল মাওয়াহেবে লুদিন লুদুনিয়া, ২য় খন্ড, ৪৯৩ পৃষ্ঠা)

(৩) নবী করিম صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم **এর দ্বীনকে সাহায্য করাঃ নবী করিম** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর প্রতি ভালবাসার আর একটি নিদর্শণ হলো, নিজের কথা ও কাজ দ্বারা দ্বীনে ইসলামকে সাহায্য করা এবং **নবী করিম** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর শরীয়াতকে রক্ষা করবে এবং দানশীলতার ক্ষেত্রে **নবী করিম** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর চরিত্রকে নিজের জীবনে বাস্তবায়ন করবে। সহনশীলতা ধৈর্য্য ও নম্রতা ইত্যাদি ক্ষেত্রে **নবী করিম** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর পবিত্র জীবনীর অনুসরন করবে।

(আল মাওহবে লুদুনিয়া, ২য় খন্ড, ৪৯৪ পৃষ্ঠা)

(৪) বিপদে ধৈর্য্য ধারণ করাঃ নবী করিম صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর মুহাব্বতের নিদর্শন হলো, বিপদে ধৈর্য্য ধারণ করা কেননা ঐ ভালবাসার দ্বারা সে এমন স্বাদ পেয়ে থাকে যে, সে বিপদের কথা ভুলে যায়।

(আল মাওয়াহেবে লুদুনিয়া ২য় খন্ড পৃষ্ঠা ৪৯৫)

www.dawateislami.net

আ'লা হযরত رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ খুব চমৎকার বলেছেন:

কিউ কহো বেকস হো মাই, কিউ কহো বে কস হো মাই,
তোম হো মাই তোম পে পিদা, তুম পে কোরা ড়ো দুরূদ।

(৫) মাহবুবের আলোচনা অধিক হারে করা: নবী করিম, রউফুর রহীম صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর ভালবাসার আর একটি নির্দশন হলো, **নবী করিম, রউফুর রহীম** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর আলোচনা বেশি বেশি করে করা কেননা যে যাকে ভালবাসে তার আলোচনা বেশি করে। কেউ কেউ বলেছেন: মুহাব্বত হলো মাহবুবকে সব সময় স্মরণ রাখার নাম। এক বুযুর্গ বলেন: যতবার নিঃশ্বাস নেওয়া হয়, ততবার মাহবুবকে স্মরণ করা চাই। (আল মাওয়াহেবে লুদু নিয়া, ২য় খন্ড, ৪৯৫ পৃষ্ঠা)

এক ব্যক্তি বলেন: ভালবাসা পোষণকারীর নিদর্শণ হলো তিনটি: (১) তার কথায় মাহবুবের আলোচনা হবে। (২) চুপ থাকা অবস্থার মাহবুবের চিন্তা করবে। (৩) আর আমল তার আনুগত্য মূলক হবে।

ইমাম মুহাসবী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ বলেন: মুহাব্বতের নিদর্শণ হলো মাহবুবকে বেশি বেশি স্মরণ করা যে, সে তা ছেড়ে দিবে না এবং সে ক্লান্তি ও বিরক্তি অনুভব করবে না। (আল মাওয়াহে লুদুনিয়া ২য় খন্ড, ৪৯৫ পৃষ্ঠা)

জু না ভুলা হাম গারিবোঁ কো রযা,
ইয়াদ উস কি আপনি আদত কিজিয়ে। (হাদায়িকে বখশিশ)

যে ব্যক্তি এই সব গুনে গুনান্বিত হবে, তার ভালবাসা তখন **আল্লাহ্ তাআলা ও তাঁর রাসূল** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর সাথে পরিপূর্ণতা লাভ করবে। আর যারা তন্মধ্যে থেকে কতিপয়ের বিরোধীতা করবে, তখন তাদের ভালবাসা অসম্পূর্ণ থেকে যাবে। কিন্তু তারা ভালবাসা থেকে বের হয়ে যাবে না, যেমন- হাদীস শরীফের মধ্যে বর্ণিত রয়েছে: এক ব্যক্তি যাকে মদ পান করার কারণে শাস্তি দেয়া হয়েছিল তখন কিছু লোক তাকে অভিশাপ দিয়েছিল এবং বললো: তার বারবার শাস্তির জন্য আনা হয়। যখন **হুযুর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم তাদের এই কথাগুলি শুনলেন তখন ইরশাদ করলেন:

www.dawateislami.net

তার উপর অভিশাপ দিওনা, কারণ সে **আল্লাহ্ তাআলা** এবং **তাঁর রাসূল** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم কে ভালবাসে। অর্থাৎ গুনাহ করা সত্ত্বেও **নবী করিম, রউফুর রহীম** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم তাকে ইরশাদ করেন: এ ব্যক্তি **আল্লাহ্ তাআলা ও তাঁর রাসূল** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم কে ভালবাসে। (আল মাওহেবে লুদুনিয়া ২য় খন্ড, ৫০১ পৃষ্ঠা)

দুনিয়া কি লজ্জতো সে মেরী জান ছুট জায়ে,
মুজ কো বানাদে ইয়া খোদা! তু আশিকে রাসূল।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

তিনটি আশা পূরণ হয়েছে

শায়খে তরীকত আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه বলেন:

হযরত সায়্যিদুনা আবু বকর সিদ্দিক رَضِیَ اللهُ تَعَالٰی عَنْهُ এর তিনটি আশা **হুব্বে রাসূল** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর ওসিলায় পূরন হয়েছে। (১) তাঁর সফর এবং মুকীম উভয় অবস্থায় **নবী করিম** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর সাথী হওয়ার আশা পূরন হয়েছে। এমন কি তিনি সওর গুহায় একাকী **নবী করিম** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর সাথী হয়েছেন যা আর কেউ অর্জন করতে পারেনি। (২) একই ভাবে তাঁর সম্পদ উৎসর্গ করার সৌভাগ্য যা এমনভাবে তার অর্জন হয়েছে তিনি তাঁর সমস্ত সম্পদ **নবী করিম** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর কদমে উৎস্বর্গ করে দিয়েছেন এবং (৩) **নবী করিম, রউফুর রহীম** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর পবিত্র মাজারেও তাঁর সাথে চিরস্থায়ী অবস্থান করা সেটাও তাঁর অর্জন হয়েছে।[১]

হালাকত খাইজ তুগ ইয়ানী হো ইয়া হো মোজে তুফানী,
ন ডোবে আপনা বেড়া না খোদা সিদ্দিকে আকবর হে।

(ওসায়িলে বখশিশ, ৫৬৭ পৃষ্ঠা)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

[১] (আশিকে আকবর, ১৪ পৃষ্ঠা)

www.dawateislami.net

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! হযরত সায়্যিদুনা সিদ্দিকে আকবর رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ এর চরিত্র মোবারক **নবী করিম** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এ ভালবাসার বাস্তবিক আয়নাস্বরূপ ছিলো। যখন তার চরিত্র ইশ্কে রাসূলের মানদন্ড ছিলো। আসুন! আমরা হযরত সায়্যিদুনা সিদ্দিকে আকবর رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ এর রাসূলের মুহাব্বতের কয়েকটি ঈমান তাজাকারী ঘটনা শুনি যাতে আমাদের বক্ষ সমূহ **হুযুর** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর মুহাব্বত আরো বৃদ্ধি পায়। সুতরাং

এটা একটি প্রাণ কি হয়েছে ...:

ইসলামের প্রাথমিক যুগে যখন সাহাবায়ে কেরামরে সংখ্যা ৩৮ জন হলো তখন হযরত সায়্যিদুনা আবু বকর সিদ্দিক رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ **নবী করিম** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর নিকট ইসলামের প্রকাশ্য প্রচারে জন্য অনুমতি চাইলেন এবং ইহা বারবার বলতেন, এমন কি **হুযুর** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم তাকে প্রকাশ্য ইসলাম প্রচার করার অনুমতি দিলেন। সুতরাং হযরত সায়্যিদুনা আবু বকর সিদ্দিক رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ মুসলমানদের কে ইসলামের বক্তব্য দেয়ার জন্য দাঁড়ালেন, তখন **প্রিয় নবী, হুযুর পুরনূর** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ও সেখানে ছিলেন। এই ভাবে **আল্লাহ্ তাআলা** ও **তাঁর রাসূল** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর পক্ষ থেকে ইসলামের প্রতি আহ্বানকারী প্রথম বক্তা হওয়ার সৌভাগ্য অর্জন করলেন। যখন মক্কার মুশরিকরা দেখলো যে, ইসলামের দাওয়াত প্রকাশ্য ভাবে দিচ্ছে তখন তাদের রক্ত গরম হয়ে গেলো। তখন তারা হযরত সায়্যিদুনা আবু বকর সিদ্দিক رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ ও অন্যান্য মুসলমানদের উপর ঝাপিয়ে পড়লো এবং তাদেরকে মারধর করা শুরু করে দিলো। হযরত সায়্যিদুনা আবু বকর সিদ্দিক رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ কে মারাত্মক ভাবে মারলো এমনকি উতবা বিন বরিয়া নামক শয়তান তার নিকটে আসলো এবং নিজের অপবিত্র জুতা দ্বারা তাঁর চেহারায় আঘাত করতে লাগলো এবং তাঁর পিঠের উপর উঠে আঘাত করতে লাগলো, এমন কি তিনি বেহুশ হয়ে গেলেন। আঘাতের কারণে তার চেহারা চেনা যাচ্ছিল না। যখন তাঁর গোত্র বনু তায়ীমের লোকেরা জানতে পারলো তখন তারা দৌড়ে আসলো এবং তাঁকে মুশরীকদের থেকে মুক্ত করে ঘরে নিয়ে আসলেন।

www.dawateislami.net

তার মারাত্মক অবস্থা দেখে এমন মনে হচ্ছিল যে, তিনি رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ বাঁচবেন না। তাঁর পিতা আবু কুহাফা এবং বনু তায়ীমের লোকেরা বড়ই পেরেশান অবস্থায় ছিলো এবং তার সাথে বার বার কথা বলার চেষ্টা করছিলেন অবশেষে দিনের শেষ ভাগে তার হুশ আসল। কিন্তু হুশ আসার সাথে প্রথম তার মুখ থেকে বের হলো **নবী করিম** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم কোন অবস্থায় আছেন?

তাঁর এই কথা শুনে গোত্রের লোকেরা অসন্তুষ্ট হয়ে চলে গেলো। যখন তাঁর সম্মানিত মা তাকে খানা খাওয়ার জন্য বলতেন তখন তিনি বার বার একটি কথাই বলছিলেন যে, **রাসূল** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم কেমন আছেন? আমাকে শুধু তাঁর খবরটা বলেন যখন তাকে বলা হলো, **নবী করিম** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ভালো আছেন এবং তিনি দারুল আরকামে অবস্থান করছেন। তখন আবু বকর رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ বললেন: **আল্লাহ্**র শপথ! আমি ততক্ষন পর্যন্ত কোন কিছু খাব না যতক্ষন পর্যন্ত আমি **নবী করিম, রউফুর রহীম** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم কে স্বশরীরে দেখব না, যখন সমস্ত লোক চলে গেলো তখন তাঁর সম্মানিত মা এবং উম্মে জামিল বিনতে খাত্তাব তাঁকে নিয়ে **হুযুর** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর দরবারে গেলেন। যখন **হুযুর** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم তাঁকে দেখলেন, তখন খুশীতে উজ্জীবিত হলেন এবং সামনে অগ্রসর হয়ে জড়িয়ে ধরলেন আর চুমু দিতে লাগলেন। সমস্ত মুসলমানগণ এই দৃশ্য দেখে আবেগাপ্লুত হলেন এবং তার দিকে অগ্রসর হলেন। আঘাতে জর্জরিত আবু বকর সিদ্দিক رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ কে দেখে **নবী করিম** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর মধ্যে ভাবাবেগ সৃষ্টি হয়ে গেলো। সেই অবস্থায় তিনি **নবী করিম** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم কে আরয করলেন: আপনার জন্য আমার মা-বাবা কোরবান। আমি ঠিক আছি আমার চেহারা সামান্য আঘাত প্রাপ্ত হয়েছে।[১]

ইয়ে এক জান কিয়া হে আগর হো কোরোডো
তেরে নাম পর সব কো ওয়ারা করো ম্যায়। (সামানে বখশিশ, ১৩৫ পৃষ্ঠা)

صَلُّوْا عَلَی الْحَبِیْب! صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلٰی مُحَمَّد

[১] (তরীখে মদীনা এবং দামেস্ক, ৩০২ খন্ড, ৪৯ পৃষ্ঠা)

www.dawateislami.net

১২ মাদানী কাজের মধ্যে একটি মাদানী কাজ হলো "সাপ্তাহিক ইজতিমা"

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ عَزَّوَجَلَّ আমাদের মাদানী উদ্দেশ্য হলো, **"আমাকে নিজের এবং সারা দুনিয়ার মানুষের সংশোধনের জন্য চেষ্টা করতে হবে** اِنْ شَآءَ الله عَزَّوَجَلَّ।" তাই নিজের সংশোধনের জন্য মাদানী ইন্‌আমাতের উপর আমল এবং সারা দুনিয়ার মানুষের সংশোধনের জন্য মাদানী কাফেলায় সফর করাকে নিজের অভ্যাসে পরিণত করুন আর যেলী হালকার ১২ মাদানী কাজের আগে এসে অংশ গ্রহণ করুন। আর ১২ মাদানী কাজের মধ্যে সাপ্তাহিক ইজতিমায় শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত অংশ গ্রহণ করবো। اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ عَزَّوَجَلَّ **দা'ওয়াতে ইসলামী**র অধিনে অনুষ্ঠিত সাপ্তাহিক সুন্নাতে ভরা ইজতিমাকে তিলাওয়াতে কুরআন, নাত শরীফ, সুন্নাতে ভরা বয়ান কারাও একটি কাজ। দোয়া, যিকির, দরূদ, সালাত ও সালাম ইত্যাদি মাদানী ফুলগুলো এবং ইলমে দ্বীনের ফুল দ্বারা সাজানো হয়ে থাকে। নিশ্চয় এই ধরণের অনুষ্ঠানে অংশ গ্রহণ করা অধিক প্রতিদান ও সাওয়াব অর্জন করার মাধ্যম।

তাই আমাদের **দা'ওয়াতে ইসলামী** সাপ্তাহিক সুন্নাতে ভরা ইজতিমায় সময় মতো অংশগ্রহণ করা ও বেশি বেশি সুন্নাতের বাহার অর্জন করতে এবং মাদানী কাফেলায় সফর করে নিজের আখিরাতকে নেকীর ভান্ডার একত্রিত করতে থাকা উচিত। সাপ্তাহিক ইজতিমায় অংশ গ্রহণ করে একজন ক্লাসিক গায়কের গুনাহে ভরা জীবনে কিভাবে মাদানী পরিবর্তন আসল আমরা তা দেখব। আসুন! উৎসাহের জন্য এ মাদানী বাহার শুনি:

ক্লাসিক্যাল গায়কের তাওবা:

গুলিমার (বাবুল মদীনা করাচী) এলাকার ফেরদৌস কলোনীর একজন স্থায়ী বাসিন্দা ইসলামী ভাই তার জীবনের একটি বর্ণনা করেন। তিনি বলেন: আমি একজন ক্লাসিকাল গায়ক ছিলাম মিউ জিক্যাল সোজ এবং বিভিন্ন অনুষ্টানে গান করতাম। এই ভাবে জীবনের অনেক সময় নষ্ট হয়ে যাচ্ছিলো। মন-মস্তিস্কে অলসতার পর্দা পড়ে গিয়েছিলো যে, জান্নাতে যাওয়ার মত আমল করার চিন্তা এবং

www.dawateislami.net

জাহান্নাম থেকে বাঁচার মত আমল করার চিন্তা কোনটাই আমার মানসিকতায় ছিলো না। ঐ মহান সময়ের উপর লাখ লাখ সালাম যখন আমাকে সবুজ পাগড়ী তাজ সাজিয়ে, সাদা পোশাক পরিহিত ইসলামী ভাইয়ের সাথে সাক্ষাৎ হলো আর তারা অত্যন্ত মুহাব্বত সহকারে নেকীর দাওয়াত দিল আর সুন্নাতে ভরা সাপ্তাহিক ইজতিমার দাওয়াত দিলো। আমি তাদের সৎ চরিত্র দেখে আগেই প্রভাবিত হয়ে গেলাম তাই আমি তাঁদের দাওয়াত কবুল করলাম এবং তাদের সুন্নাতে ভরা ইজতিমায় উপস্থিত হলাম এখানে ফয়যানে মদীনার রহানী পরিবেশ আমার অনেক ভাল লেগেছে চারদিকে সুন্নাতের অনুসারী লেবাস বিশিষ্ট মুবাল্লিগগণ এবং যতদূর দেখা যাচ্ছে সব সবুজ পাগড়ী এবং অন্যান্য দৃশ্য আমার অন্তরে প্রভাব সৃষ্টি করলো। ইজতিমায় সংগঠিত তিলাওয়াত, নাত, সুন্নাতে ভরা বয়ান, যিকির, দোয়া আমার অন্তর থেকে দুনিয়ার মুহাব্বত দূর করে দিলো। আমার জীবনে মাদানী পরিবর্তন চলে আসল। আমি সত্য অন্তরে তাওবা করলাম এবং নিজেকে **দা'ওয়াতে ইসলামী**র মাদানী পরিবেশের মধ্যে অন্তর্ভূক্ত করলাম اَلْحَمْدُ لِلّٰه عَزَّوَجَلَّ প্রায় প্রত্যেক মাসে মাদানী কাফেলায় সফর করার সৌভাগ্য অর্জন হয়।

ইয়াকীনান মুকাদ্দর কা ওয়া হে সিকন্দর, জিসে খাইর সে মিল গিয়া মাদানী মাহুল।
ইহা সুন্নাতে শিখনে কো মিলেগী, দিলায়ে গা খাউফে খোদা মাদানী মাহুল।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

মজলিশে খুছুছী ইসলামী ভাই

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! اَلْحَمْدُ لِلّٰه عَزَّوَجَلَّ **দা'ওয়াতে ইসলামী** ইশ্‌কে রাসূলের সূধা পান করানো সাহাবয়ে কেরাম এবং আওলিয়ায়ে কেরামের মুহাব্বত অন্তরের মধ্যে বাড়ানোর জন্য এবং তাদের চরিত্র সমূহে উপর আমল করার জন্য উৎসাহ সৃষ্টি করার জন্য প্রায় **দা'ওয়াতে ইসলামী** ১০০টি বিভাগের মাধ্যমে নেকীর দাওয়াত দিচ্ছে। ঐ বিভাগ সমূহের মধ্যে একটি বিভাগ হলো খুছুছী ইসলামী ভাই মজলিশ। اَلْحَمْدُ لِلّٰه عَزَّوَجَلَّ **দা'ওয়াতে ইসলামী**র মাদানী পরিবেশে বধির, বোবা এবং অন্ধদেরকে খুছুছী ইসলামী ভাই বলা হয়।

www.dawateislami.net

اَلْحَمْدُ لِلّٰہِ عَزَّوَجَلَّ এই মজলিস খুছুছী ইসলামী ভাইদের মধ্যে নেকীর দাওয়াত ব্যাপক করার জন্য এবং তাদেরকে সমাজের চরিত্রবান ব্যক্তিতে পরিনত করার জন্য اَلْحَمْدُ لِلّٰہِ عَزَّوَجَلَّ খুছুছী ইসলামী ভাইদের জন্য ফরজ ইলম সম্পর্কিত কিতাব প্রকাশ করার জন্য দৃঢ় সংকল্প রাখে।

আল্লাহ্ করাম এ্যয়সা করে তুঝপে জাহা মে,
এ্যয় দা'ওয়াতে ইসলামী তেরী ধুম মাছী হো।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! হযরত সায়্যিদুনা সিদ্দিকে আকবর رَضِیَ اللهُ تَعَالٰی عَنْهُ বলেন: وَالَّذِیْ نَفْسِیْ بِیَدِهٖ ، لَقَرَابَةُ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّی اللهُ تَعَالٰی عَلَیْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم اَحَبُّ اِلَیَّ اَنْ اَصِلَ مِنْ قَرَابَتِیْ۔ অর্থাৎ- **আল্লাহ্ তাআলার** শপথ! আত্মীয়দের সাথে ভাল ব্যবহার করার ক্ষেত্রে আমি নিজ আত্মীয়দের চেয়ে **রাসূল** صَلَّی اللهُ تَعَالٰی عَلَیْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর আত্মীয়দের সাথে ভাল ব্যবহার করাটা পছন্দনীয় ও প্রিয়।

(সহীহ বুখারী শরীফ, কিতাবু ফাযায়েলে আম হাবে নবী, ২য় খন্ড, ৫৩৮ পৃষ্ঠা, হাদীস নং- ৩৭১২)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

ইশকে সিদ্দিকে আকবর থেকে অর্জিত মাদানী ফুল!

শায়খে তরীকত আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه বলেন: **প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা!** আশিকে আকবর رَضِیَ اللهُ تَعَالٰی عَنْهُ এর ইশ্‌ক ও মুহাব্বত বিশিষ্ট জীবন থেকে আমাদের এই শিক্ষা মিলে যে, আমাদের হা হুতাশ করা যেন দুনিয়ার জন্য না হয়। দুনিয়ার জন্য চোখের পানি ফেলবেন না। দুনিয়ার শান শওকত অর্জন করার জন্য যাতে বুকের মধ্যে পেরেশানি সৃষ্টি না হয়। বরং আমাদের অন্তরের পেরেশানি যেন নবীর ভাল বাসার জন্য হয়। **নবী করিম** صَلَّی اللهُ تَعَالٰی عَلَیْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর স্মরণে চোখের পানি আসে। দুনিয়ার পাগল না হয়ে বরং রিসালাতের কাতিরে অনুসরণকারী হই। তার পছন্দের উপর নিজের পছন্দকে কোরবান করে দিই এবং আমরা এটাই কামনা করব যে, আমাদের জান, মাল **নবী করিম** صَلَّی اللهُ تَعَالٰی عَلَیْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর জন্য উৎসর্গ হউক।

www.dawateislami.net

কিন্তু আফসোস! শত কোটি আফসোস! আজকালকার মুসলমানগন **নবী করিম** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর আদর্শকে নিজ জীবনের আদর্শ বানানোর ক্ষেত্রে তারা বিভিন্ন গান ও ফ্যাশন প্রতি আকৃষ্ট হয়ে নিজের জীবনকে লাঞ্ছণাময় করে ফেলছে। এতে কোন সন্দেহ নেই যে, লোক তার মা বাবাকে ভালবাসে সে কখনো তাদেরকে কষ্ট দেয় না। যাদের সন্তানের প্রতি মুহাব্বত থাকে তারা বাচ্চাদেরকে অসন্তুষ্টি হতে দেয় না। কেউ নিজের বন্ধুকে চিন্তিত দেখতে চায় না। কেননা যাকে ভালবাসা হয় তাকে কখনো কষ্ট দেয়া হয় না। কিন্তু আফসোসের কথা হলো আজকের যারা মুসলমান এবং ইশ্‌কে **রাসূল** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর দাবিদার তারা **রাসূল** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم কে খুশী করার মত আমল করে না। **রাসূলে ওয়াকার, নবী করিম** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "جُعِلَتْ قُرَّةُ عَيْنِيْ فِي الصَّلٰوةِ অর্থাৎ আমার চোখ ঠন্ডা হয় নামাযের মাধ্যমে।" (আল মুজামুল কবীর, ২০ তম খন্ড, ৪২০ পৃষ্ঠা, হাদীস নং- ১০১২) ঐ লোক কেমন আশিক যে, নামায পড়ে না জেনে বুঝে নামায কাযা করে **নবী করিম** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর অন্তরে কষ্ট দিয়ে থাকে। ইহা কোন ধরণের ভালবাসা! **রাসূল** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم রমযান মাসের রোযা রাখার জন্য আদেশ দিয়েছেন কিন্তু নিজে আশিকে রাসূল দাবি করে রাসূলের হুকুম না মেনে তাঁর অসন্তুষ্টির কারণ হয়ে থাকে। **রাসূলে আকরাম** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেছেন: "গোফ ছোট করো আর দাঁড়ি বাড়াও।" (শরহে মায়ানিল আছার লিত তাহাবী কিতাবুল কারাহাত, ৪র্থ খন্ড, ২৮ পৃষ্ঠা, হাদীস- ৬৪২২) কিন্তু যারা ইশ্‌কে রাসূলের দাবিদার এবং ফ্যাশনের পূঁজারী দুশমনে রাসূলের মতো চেহারা বানিয়েছে এইগুলো কি ইশ্‌কে রাসূলের চিহ্ন? হে **আল্লাহ্‌**র আশিক! **উম্মতের জন্য দরদী, নবী করিম** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর কদমে উৎসর্গ হয়ে যান, **নবী করিম** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর গোলামী এবং তার গোলামীদের গোলামী **দা'ওয়াতে ইসলামী** এবং **দা'ওয়াতে ইসলামী**র কাফেলার মধ্যে সফর করে মৃত্যু বরণ করার পর **নবী করিম, রউফুর রহীম** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর শাফায়াতের হক্বদার হয়ে যান। নিজের চেহারা কিয়ামতের ময়দানে **নবী করিম** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم কে দেখানোর মতো করে নিতে হবে।

www.dawateislami.net

অর্থাৎ আমাদের চেহারার উপর এক মুষ্টি দাড়ি সাজানোকে এবং ইংরেজী কাটিং না করে জুলফি রেখে দিব এবং খালি মাথায় ঘুরার পরিবর্তে মাথায় সবুজ পাগড়ি পরিধান করব। অতঃপর নিজের জাহেরী ও বাতেনী উভয় অবস্থাকে মাদানী রঙ্গে রঙ্গিত করব اِنْ شَآءَ اللّٰه عَزَّوَجَلَّ। আই আশিকে রাসূল আমাদের উঠা-বসা, চলাফেরা, খাবার, পান করা, শোয়া, জাগ্রত হওয়া, মৃত্যুবরণ করা সব কিছু আমাদের **নবী করিম** صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর সুন্নাত মোতাবেক যেন হয়ে যায়।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

মৃত্যুর আসল কারণঃ

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আশিকে রাসূল সায়্যিদুনা আবু বকর সিদ্দিক رَضِیَ اللّٰهُ تَعَالٰی عَنْهُ নিজের ভালবাসা ও বিশ্বাসকে তার কবিতার মধ্যে কতটুকু প্রকাশ করেছেন? কিছু বর্ণনা মতে, **নবী করিম, রউফুর রহীম** صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর জাহেরী হায়াতে জীবন থেকে পর্দা করাটা আবু বকর رَضِیَ اللّٰهُ تَعَالٰی عَنْهُ এর মৃত্যুর কারণ। হযরত সায়্যিদুনা আব্দুল্লাহ বিন ওমর رَضِیَ اللّٰهُ تَعَالٰی عَنْهُ বলেন: হযরত সায়্যিদুনা আবু বকর সিদ্দিক رَضِیَ اللّٰهُ تَعَالٰی عَنْهُ এর মৃত্যুর আসল কারণ হলো, **নবী করিম** صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর জাহেরী ওফাত **নবী করিম** صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর প্রকাশ্য ওফাতের পর থেকে তাঁর শরীর দূর্বল হতে লাগল এবং শেষ পর্যন্ত তিনি ইন্তেকাল করেছেন।[১]

মরহী জাও মাই আগর ইসদর সে জাও দোকদম
কিয়া বাছে বিমারে গম কুরবে মসীহা ছোট করো।

আমীরুল মু'মিনীন হযরত সায়্যিদুনা সিদ্দিকে আকবর رَضِیَ اللّٰهُ تَعَالٰی عَنْهُ যেহেতু সারা জীবন **নবী করিম** صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এ অনুসরনের মধ্যে কাটিয়েছেন তাই **নবী করিম** صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর বেছালের সময় তাঁর আশা ছিলো, যে দিন নবীর প্রকাশ্য বেছাল হয় ঐ দিনই তার ইন্তেকাল হোক। যেমন- কাফন **নবী করিম** صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর জন্য ছিলো তাঁর যাতে সে রকম কাফন হয়।

[১] (মুস্তাদারাক কিতাবু মারেফাতিছ সাহাবা, ৪র্থ খন্ড, ৬ পৃষ্ঠা, হাদীস নং- ৪৪৬৬)

www.dawateislami.net

যেমন- হযরত সায়্যিদাতুনা আয়েশা সিদ্দিকা رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہَا থেকে বর্ণিত; যখন আমার পিতা আবু বকর সিদ্দিক رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ এর মৃত্যুর সময় নিকটবর্তী হলো, তখন তিনি বলতে লাগলেন: **নবী করিম** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর ইন্তেকাল কোন দিন হয়েছে? তখন আমি বললাম: সোমবার। অতঃপর তিনি বললেন: আজ কোন দিন? আমি বললাম: আজ সোমবার, তখন তিনি বললেন: আমি আশা করছি যে, আমি আজ রাতে পৃথিবী থেকে চলে যাব। যেন আমার ইন্তেকাল **নবী করিম** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর ইন্তেকালের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ হয়ে যায়।

(সহীহ বুখারী, কিতাবুল জানায়েজ, ১ম খন্ড, ৪৬৮ পৃষ্ঠা, হাদীস নং- ১৩৮৭)

তিনি আরো বলেন: আমার পিতা আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন: তুমি **দু'জাহানের বাদশাহ নবী করিম** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم কে কয়টি কাপড় দ্বারা কাফন পরিয়েছিলে। তখন আমি বললাম: **নবী করিম** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم কে তিনটি কাপড় দ্বারা কাফন দেয়া হয়েছিল, এটা শুনে তিনি তাঁর নিজের নীচে বিছানো কাপড়টা দেখলেন, যাতে জাফরান বা মুশকের দাগ ছিলো। তখন তিনি বললেন: এই কাপড়টা কাফনের জন্য রেখো এবং আরও দুইটা কাপড় আরো নিয়ে নিও।

(আর রিয়াজুন নফরা, ১ম খন্ড ২৫৭পৃষ্ঠা)

صَلُّوْا عَلَی الْحَبِیْب! صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلٰی مُحَمَّد

ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আবু বকর হাযির

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! হযরত সায়্যিদুনা আবু বকর সিদ্দিক رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ যেই ভাবে তার দুনিয়ার জীবন **নবী করিম** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর সাথে অতিবাহিত করেছেন অনুরূপভাবে মৃত্যুর সময় তিনি কবরের জীবনেও **নবী করিম** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর সাথে থাকার আশা প্রকাশ করেছিলেন। সুতরাং শেরে খোদা আলী رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ বলেন: হযরত সায়্যিদুনা আবু বকর সিদ্দিক رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ এর অন্তিমকালে আমি তাঁর নিকটে ছিলাম। তখন তিনি আমাকে বললেন: হে আলী! আমি যখন মৃত্যু বরণ করব তখন আমাকে ঐ পাত্রে করে গোসল করাবে যে পাত্রে **নবী করিম** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم কে গোসল দেয়া হয়েছিলো।

www.dawateislami.net

অতঃপর আমাকে গোসল দিয়ে **নবী করিম, রউফুর রহীম** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর নূরানী কবরের দিকে নিয়ে যাবে এবং **নবী করিম** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর দরবারে এই বলে অনুমতি চাইবে: اَلسَّلَامُ عَلَيْكَ يَارَسُوْلَ اللهِ! هٰذَا اَبُوْبَكْرٍ يَسْتَاْذِنُ অর্থাৎ **ইয়া রাসূলাল্লাহ্** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم! আপনার উপর শান্তি বর্ষিত হউক। আবু বকর উপস্থিত তিনি অনুমতি চাইচ্ছেন? যদি রওজা শরীফের দরজা খোলে যায়, তাহলে দাফন করবে আর যদি অনুমতি পাওয়া না যায় তবে মুসলমানদের কবরস্থান জান্নাতুল বাকীতে দাফন করবে। হযরত সায়্যিদুনা আলী رَضِیَ اللهُ تَعَالٰى عَنْهُ বলেন: হযরত সায়্যিদুনা আবু বকর সিদ্দিক رَضِیَ اللهُ تَعَالٰى عَنْهُ কে গোসল ও কাফন পরানো পর তার অছিয়ত মোতাবেক **রাসূলে আকরাম** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর রওজা মোবারকে তার লাশ উপস্থিত করা হলো, আর **রাসূলে আকরাম** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর দরবারে আরয করা হলো: **ইয়া রাসূলাল্লাহ্** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم! আবু বকর رَضِیَ اللهُ تَعَالٰى عَنْهُ আপনার অনুমতির প্রত্যাশী। হযরত আলী رَضِیَ اللهُ تَعَالٰى عَنْهُ বলেন যখনই আমার কথা পরিপূর্ণ ভাবে বলা হলো, তখনই রওজা শরীফের দরজা খুলে গেলো এবং ভিতর থেকে আওয়াজ আসলো: اَدْخِلُوْا الْحَبِيْبَ اِلَى الْحَبِيْبِ অর্থাৎ মাহবুবকে মাহবুবের সাথে মিলিয়ে দাও। সুতরাং তাঁকে **হুযুর পুরনূর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর ডান পাশে দাফন করা হয়েছে।

(আল খাছায়েছুল কুবরা, ২য় খন্ড, ৪৯২ পৃষ্ঠা)

ওয়াহ ইয়ারে গার বি হে তো ইয়ারে মাজারে বিহ্,
বুবকর আজ বি তো হে হার দম নবী কে সাথ।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

শায়খে তরীকত, আমীরে আহলে সুন্নাত, **দা'ওয়াতে ইসলামী**র প্রতিষ্ঠাতা, হযরত আল্লামা আবু বিলাল মুহম্মদ ইলিয়াস আত্তার কাদেরী রযবী যিয়ায়ী دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه তার রিসালা "আশিকে আকবর" ৪৩ পৃষ্ঠায় বিরওয়ায়াত বর্ণনা করার পর বলেন: **প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা!** চিন্তা করুন! যদি আবু বকর সিদ্দিক رَضِیَ اللهُ تَعَالٰى عَنْهُ **নবী করিম** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم কে জীবিত না জানতেন,

www.dawateislami.net

তাহলে তিনি কখনো **নবী করিম** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর রওজার সামনে তার লাশ রাখার মতো অছিয়ত করতেন না। হযরত সায়্যিদুনা আবু বকর অছিয়ত করেছেন আর বাকী সাহাবারা তা পালন করেছেন যা দ্বারা বুঝা গেলো, হযরত সায়্যিদুনা আবু বকর সিদ্দিক رَضِیَ اللهُ تَعَالٰی عَنْهُ এবং সমস্ত সাহাবাদের আকীদা ছিলো, **নবী করিম, রউফুর রহীম** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইন্তেকালের পরও কবর মোবারকে জীবিত এবং বিভিন্ন জায়গায় আশা-যাওয়া এবং পূর্ণ স্বাধীনতা রাখেন।

তো জিন্দাহ হে ওয়াল্লাহ্, তো জিন্দাহ্ হে ওয়াল্লাহ্
মেরে চশ্‌মে আলম সে চুপ জানে ওয়ালে।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

বয়ানের সারাংশ

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আজ বয়ানের মধ্যে আমরা আশিকে আকবর হযরত সায়্যিদুনা সিদ্দিকে আকবর رَضِیَ اللهُ تَعَالٰی عَنْهُ এর ইশ্‌কে মুস্তফা সর্ম্পকে শোনার সৌভাগ্য অর্জন করেছি।

ইশকের রাসূলের মধ্যে আবু বকর সিদ্দিক رَضِیَ اللهُ تَعَالٰی عَنْهُ সেই মর্যাদা অর্জন করেছেন। সেটা আর কেউ অর্জন করতে পারেনি। হযরত সায়্যিদুনা সিদ্দিকে আকবর رَضِیَ اللهُ تَعَالٰی عَنْهُ এর প্রতিটি কাজে ইশ্‌কে মুস্তফার নমুনা ঝলক পাওয়া যেত যখন তাঁর সুযোগ হত নিজের জান, মাল, সন্তান এমন কি নিজেকেও কুরবাণী দিতে দ্বিধাবোধ করেনি। তাঁর অতুলনীয় ভালবাসা এবং বন্ধুত্বের জন্য **নবী করিম** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم তাকে হাইজে কাউছারের সাথী হওয়া সনদ দিয়েছিলেন। তিনি দুনিয়ার জীবনে শুধুমাত্র **নবী করিম** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর অনুসরণ করেনি বরং মৃত্যুর পরে কাফন-দাফন ইত্যাদির ক্ষেত্রে **নবী করিম** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর অনুসরণ করার জন্য অছিয়ত করে গেছেন। যেভাবে **নবী করিম** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর হায়াতে জিন্দেগীতে সাথী হওয়ার সৌভাগ্য অর্জন করেছিলেন অনুরূপভাবে ইন্তেকালের পরেও সেই সাথে থাকার সৌভাগ্য তিনি অর্জন করেছিলেন।

www.dawateislami.net

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! এটাও জানা গেলো, সত্যিকার আশিকে রাসূল হলো তিনি, যিনি **নবী করিম** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم জান ও মালের মালিক মনে করে। সত্যিকারের আশিকে রাসূল তিনি যিনি **রাসূল** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর সুন্নাত নিজে পালন করেন। যিনি দাড়ি এক মুষ্টি করেন, পাগড়ী পরিধান করেন। জুলফী রাখেন, ঘুমানোর সময় সুরমা লাগায়, চাটার উপর ঘুমায়, মিসওয়াক করেন, সুযোগ হলে সুন্নাতের নিয়্যত করেন ইত্যাদি ইত্যাদি আর যিনি রাসূলের শরীয়াতের উপর সুন্তুষ্ট থাকেন। যিনি কথা ও কাজ দিয়ে দ্বীনে ইসলামকে সাহায্য করেন, **নবী করিম** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর শরীয়াতকে রক্ষা করেন এবং দান করার ক্ষেত্রে **নবী করিম** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর অনুসরণ করেন। মা, বাবা, ভাই, বোন, আত্মীয় স্বজন ইত্যাদি জন্য টাকা খরচ করেন। নিজের সম্পদকে দ্বীনের জন্য খরচ করেন। যিনি রাগের সময় রাগ নিয়ন্ত্রন করেন। যিনি ধৈর্য্য ধারণ করেন, যিনি নম্র আচরণ করেন। বিপদে ধের্য্য ধারণ করে বেশি বেশী রাসূলের স্বরণ করেন, যখন **নবী করিম** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم আলোচনা করা হয়, তখন সম্মান প্রর্দশন করেন। যখন **নবী করিম** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর নাম মোবারক শোনে তখন চোখে চুমু খায় ও দরূদ পড়ে। যার **নবী করিম** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর দীদার লাভের জন্য অধিক আকাঙ্ক্ষা রাখেন। যারা কুরআন শরীফকে ভালবাসে, যারা **রাসূল পাক** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর সুন্নাতের উপর আমল করার পাশাপাশি তাঁর হাদীস শরীফ পড়ার জন্য আগ্রহী।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! বয়ানের শেষে সুন্নাতের ফযীলত এবং কিছু সুন্নাত ও আদব বর্ণনার সৌভাগ্য অর্জন করছি। **তাজেদারে রিসালাত, শাহানশাহে নবুয়ত, মুস্তফা জানে রহমত, হুযুর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেছেন: "যে (ব্যক্তি) আমার সুন্নাতকে ভালবাসল সে (মূলত) আমাকে ভালবাসল আর যে আমাকে ভালবাসল, সে জান্নাতে আমার সাথে থাকবে।" (ইবনে আসাকির, ৯ম খন্ড, ৩৪৩ পৃষ্ঠা)

সিনা তেরী সুন্নাত কা মদীনা বনে আক্বা, জান্নাত মে পড়োছি মুঝে তুম আপনা বানানা।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

www.dawateislami.net

কথাবার্তা বলার গুরুত্বপূর্ণ মাদানী ফুলঃ

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আসুন! শায়খে তরীকত, আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه এর রিসালা "১০১ মাদানী ফুল" থেকে কথাবার্তা বলার কিছু গুরুত্বপূর্ণ মাদানী ফুল শুনি: ❁ মুচকি হেসে ও উৎফুল্লতার সাথে কথাবার্তা বলুন, ❁ মুসলমানের মন খুশি করার নিয়্যতে ছোটদের সাথে স্নেহ ভরা এবং বড়দের সাথে শ্রদ্ধার ভাব রাখুন اِنْ شَآءَ الله عَزَّوَجَلَّ সাওয়াব অর্জনের সাথে সাথে উভয়ের নিকট আপনি সম্মানিত হবেন, ❁ চিৎকার করে কথাবার্তা বলা যেমন আজকাল বন্ধু মহলে হয়ে থাকে এটা সুন্নাত নয়, ❁ চাই একদিনের বাচ্চাও হোক না কেন ভাল ভাল নিয়্যতে তাদের সাথেও আপনি জনাব করে কথাবার্তা বলার অভ্যাস করুন আপনার চরিত্রও উত্তম হবে সাথে সাথে বাচ্চাও ভদ্রতা শিখবে, ❁ কথাবার্তা কালীন পর্দার স্থানে হাত লাগানো, থুথু ফেলতে থাকা, আঙ্গুলের মাধ্যমে শরীরের ময়লা পরিস্কার করা, অন্যজনের সামনে বারবার নাক স্পর্শ করা কিংবা নাকে বা কানে আঙ্গুল প্রবেশ, ভাল অভ্যাস নয়। এগুলোর মাধ্যমে অন্যান্যদের ঘৃণার সৃষ্টি হয়, ❁ যতক্ষণ দ্বিতীয় ব্যক্তি কথা বলবে মনোযোগ সহকারে শুনুন, তার কথা কেটে নিজের কথা শুরু করা সুন্নাত নয়।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

অসংখ্য সুন্নাত শিখার জন্য **মাকতাবাতুল মদীনা** কর্তৃক প্রকাশিত ২টি কিতাব (১) ৩১২ পৃষ্ঠা সম্বলিত কিতাব **"বাহারে শরীয়াত"** ১৬তম খন্ড (২) ১২০ পৃষ্ঠা সম্বলিত কিতাব **'সুন্নাত ও আদব'** হাদিয়া দিয়ে সংগ্রহ করে পা করুন। সুন্নাত প্রশিক্ষনের একটি সর্বোত্তম মাধ্যম হচ্ছে **দা'ওয়াতে ইসলামী**র **মাদানী কাফেলা** সমূহতে আশেকানে রাসুলদের সাথে সুন্নাতে ভরা সফর করা।

লুটনে রহমতে কাফিলে মে চলো, শিখনে সুন্নাতে কাফিলে মে চলো।
হোগি হাল মুশকিলে কাফিলে মে চলো, খতম হো শামতে, কাফিলে মে চলো।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

www.dawateislami.net

দা'ওয়াতে ইসলামীর সাপ্তাহিক ইজতিমায় পঠিত ৬টি দরূদ শরীফ ও দোয়া সমূহ

(১) বৃহস্পতিবার রাতের দরূদ শরীফ:

اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدِنِ النَّبِيِّ الْاُمِّيِّ الْحَبِيْبِ الْعَالِي الْقَدْرِ الْعَظِيْمِ الْجَاهِ وَعَلٰى اٰلِهٖ وَصَحْبِهٖ وَسَلِّمْ

বুযুর্গরা বলেছেন: যে ব্যক্তি প্রত্যেক জুমার রাতে (বৃহস্পতিবার দিবাগত রাত) এ দরূদ শরীফ নিয়মিতভাবে কমপক্ষে একবার পাঠ করবে মৃত্যুর সময় **তাজেদারে মদীনা, হুযুর পুরনূর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর যিয়ারত লাভ করবে এবং কবরে প্রবেশ করার সময় এটাও দেখবে যে, **রহমতে আলম, নূরে মুজাস্‌সম** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم আপন রহমতপূর্ণ হাতে তাকে কবরে রাখছেন।

(আফযালুস সালাওয়াতি আ'লা সায়্যিদিস সাদাত, আস সালাতুস সাদিসাতু ওয়াল খামসূন, ১৫১ পৃষ্ঠা থেকে সংকলিত)

(২) সমস্ত গুনাহের ক্ষমা:

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى اٰلِهٖ وَسَلِّمْ

হযরত সায়্যিদুনা আনাস رَضِیَ اللهُ تَعَالٰى عَنْهُ থেকে বর্ণিত; **নবী করীম, রউফুর রহীম** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "যে ব্যক্তি এ দরূদ শরীফ পাঠ করবে যদি সে দাঁড়ানো থাকে তবে বসার পূর্বে আর বসা থাকলে দাঁড়ানোর পূর্বে তার গুনাহ ক্ষমা করে দেয়া হবে।" (আফযালুস সালাওয়াতি আ'লা সায়্যিদিস সাদাত, আস সালাতুল হাদীয়াতু আশারা, ৬৫ পৃষ্ঠা)

www.dawateislami.net

(৩) রহমতের সত্তরটি দরজা:

صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّدٍ

যে ব্যক্তি এ দরূদ শরীফ পাঠ করবে তার উপর রহমতের সত্তরটি দরজা খুলে দেয়া হয়। (আল কুউলুল বদী, দ্বিতীয় অধ্যায়, ২৭৭ পৃষ্ঠা)

(৪) ছয়লক্ষ দরূদ শরীফ পাঠ করার সাওয়াব:

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ عَدَدَ مَا فِيْ عِلْمِ اللهِ

صَلَاةً دَائِمَةً بِدَوَامِ مُلْكِ اللهِ

হযরত আহমদ সাভী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْه কতিপয় বুযুর্গদের থেকে বর্ণনা করেন: এ দরূদ শরীফ একবার পাঠ করলে ছয়লক্ষবার দরূদ শরীফ পাঠ করার সাওয়াব অর্জন হয়। (আফযালুস সালাওয়াতি আ'লা সায়্যিদিস সাদাত, আস সালাতুস সানিয়াতু ওয়াল খামসূন, ১৪৯ পৃষ্ঠা)

(৫) নবী করীম ﷺ এর নৈকট্য লাভ:

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ كَمَا تُحِبُّ وَتَرْضٰى لَهٗ

একদিন এক ব্যক্তি আসলো **হুযুরে আনওয়ার** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم তাঁকে নিজের এবং সিদ্দীকে আকবর رَضِیَ اللهُ تَعَالٰى عَنْهُ এর মাঝখানে বসালেন এতে সাহাবায়ে কিরামগণ عَلَيْهِمُ الرِّضْوَان আশ্চার্যান্বিত হলেন যে এ সম্মাণিত লোকটি কে! যখন তিনি চলেন তখন **হুযুর পুরনূর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করলেন: "সে যখন আমার উপর দরূদ শরীফ পাঠ করে তখন এভাবে পড়ে।" (আল কুউলুল বদী, প্রথম অধ্যায়, ১২৫ পৃষ্ঠা)

www.dawateislami.net

(৬) দরূদে শাফায়াত:

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَّاَنْزِلْهُ الْمَقْعَدَ الْمُقَرَّبَ عِنْدَكَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

উম্মতের শাফায়াতকারী, নবী করীম, রাউফুর রাহীম صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "যে ব্যক্তি এভাবে দরূদ শরীফ পাঠ করবে,তার জন্য আমার শাফায়াত (সুপারিশ) ওয়াজিব হয়ে যায়।"

(আত তারগীব ওয়াত তারহীব, কিতাবুয যিকর ওয়াদ দোয়া, ২,৩২৯, হাদীস নং- ৩০)

(১) এক হাজার দিনের নেকী:

جَزَى اللهُ عَنَّا مُحَمَّدًا مَاهُوَ اَهْلُهٗ

হযরত সায়্যিদুনা ইবনে আব্বাস رَضِیَ اللهُ تَعَالٰى عَنْهُمَا থেকে বর্ণিত, **মক্কী মাদানী আক্বা, উভয় জাহানের দাতা** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "এ দোয়া পাঠকারীর সত্তরজন ফিরিশতা এক হাজার দিন পর্যন্ত নেকী সমূহ লিখতে থাকেন।"

(মাজমাউয যাওয়ায়িদ,কিতাবুল আদইয়াহ,বাবু কাইফিয়াতুস সালাত...শেষ পর্যন্ত, ১০/২৫৪, হাদীস নং- ১৭৩০৫)

(২) যেন শবে কদর পেয়ে গেল:

لَا اِلٰهَ اِلَّا اللهُ الْحَلِيْمُ الْكَرِيْمُ سُبْحَانَ اللهِ

رَبِّ السَّمٰوٰتِ السَّبْعِ وَرَبِّ الْعَرْشِ الْعَظِيْمِ

সহনশীল দয়ালু আল্লাহ ব্যতিত ইবাদতের উপযোগী কেউ নেই। আল্লাহ তায়ালা পবিত্র,যিনি সপ্ত আসমান ও আরশে আযীমের মালিক ও প্রতিপালক।

ফরমানে মুস্তফা صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم: যে ব্যক্তি রাতে এ দোয়া তিনবার পড়ে নিবে সে যেন শবে কদর পেয়ে গেল। (তারীখে ইবনে আসাকীর, ১৯/৪৪১৫)

www.dawateislami.net